গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আটক

গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আজিজুল হক ডাকুকে আটক করেছে পুলিশ। আজিজুল হক ডাকু গাংনী পৌরসভা এলাকার চৌগাছা গ্রামের খোকন গাইনের ছেলে।

আজ সোমবার (১৪ নভেম্বর) ভোর রাতের দিকে গাংনী থানা পুলিশ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আটক করে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামে সম্প্রতি একটি চুরির ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে তাকে আটক করে আজ সোমবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে চালান দেওয়া হয়েছে।

এদিকে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু বিএনপি নেতা আজিজুল হক ডাকুকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলে, আজিজুল ইসলাম চৌগাছা গ্রামে একজন ভাল মানুষ। তার বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা দিয়েছে। আমি এই গ্রেফতারের নিন্দা জানাচ্ছি। অবিলম্বে তার মুক্তি দাবি করছি।

গাংনী সীমান্তে ফেনসিডিলসহ ২ যুবক আটক

বিজিবির মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযানে ২ বোতল ফেনসিডিলসহ ২ মাদক কারবারীকে আটক করেছে।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার চিৎলা গ্রামের মোঃ বদর আলীর ছেলে মোঃ হাসিব(২৬) গাংনী পৌরসভার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে আশিকুর রহমান (১৯)।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) তেঁতুলবাড়ী বিওপি’র কমান্ডার হাবিলদার মোঃ অজিয়ার রহমানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টিম অভিযানে অংশ নেন।

ভারতীয় সীমান্তের তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের আন্তর্জাতিক পিলার ১৩৮/১-এস হতে ৮০০ গজ বাংলাদেশের অভ্য̈ন্তরের হাজীপাড়া এলাকার পাকা রাস্তার মোড় নামক ̄স্থান থেকে তাদের দুজনকে আটক করেন।

গতকাল শনিবার (১২ নভেম্বর) বিকালের দিকে তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের হাজীপাড়া এলাকার পাকা রাস্তার মোড় নামক ̄স্থান থেকে তাদের আটক করা হয়।

এসময় তাদের কাছ থেকে ২ বোতল ফেনসিডিল, একটি মোটরসাইকেল, ২ টি মোবাইল ফোন ও ৪ টি সিমকার্ড জব্দ করা হয়েছে।
তেঁতুলবাড়ী বিওপি’র কমান্ডার হাবিলদার মোঃ অজিয়ার রহমান জানান, মাদক পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই দুই মাদক কারবারীকে আটক করা হয়েছে।
আটকদের বিরুদ্ধে শনিবার সন্ধ্যায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনীর কাথুলীতে তুচ্ছ ঘটনায় চার পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা

গাংনীর কাথুলী গ্রামের মধ্য পাড়ায় ছাগলে একটি গাছ খাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ অগ্নীসংযোগ ও শ্লীলতা হানীর ঘটনায় চারটি পরিবারের মধ্যে চলছে নানা উত্তেজনা ও মামলাবাজি। চারটি পরিবার দফায় দফায় একে অপরের বিরুদ্ধে মোট সাতটি মামলা করেছে। রয়েছে একটি জিডির ঘটনা। গ্রাম্য প্রতিহিংসায় মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দফায় দফায় হয়রানী করা হচ্ছে এমন দাবী তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী আব্দুল মজিদ। শনিবার সকালে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য দেন আব্দুল মজিদ।

পরিবার চারটি সকলেই নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করলেও পুলিশ বলছে,

মামলাটি তদন্তে একটি পরিবারকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর খেলায় মেতেছে অন্য দুটি পরিবার। তাছাড়া আরো একটি মামলা তদন্ত করা হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানায়, গ্রামের আব্দুল মজিদের বাড়ির পাশে লাগানো ধুন্দুল গাছ খেয়ে ফেলে প্রতিবেশী আমিরুলের স্ত্রী মেমেজানের ছাগলে। এ নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে ঝগড়া ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে আমিরুল ইসলাম বাদি হয়ে আব্দুল মজিদের ভাই আব্দুর রহমান ওরফে খোকনের নামে মামলা করেন মেহেরপুর আদালতে। ওই মামলার ইন্ধন দাতা প্রতিবেশী হাফিজুল ও তার স্ত্রী মেমেজান। এ নিয়ে চারটি পরিবারের মধ্যে মামলা ও জিডির ঘটনা ঘটেছে সাতটি।

সর্বশেষ গত বুধবার মধ্যরাতে হাফিজুলের বাড়ির পাশে রক্ষিত পাটকাঠির গাঁদায় আগুন লাগে। এতে হাফিজুলের পাঠকাঠির সাথে মজিদের দোকান ঘর পুড়ে যায়। আব্দুল মজিদকে আবারো মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর জন্য নিজের পাটকাঠির গাদায় নিজে আগুন লাগিয়ে হৈচৈ শুরু করে হাফিজুল ও তার স্ত্রী মোমেজান। পরে স্থানীয়রা ছ’টেগিয়ে পানি ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এঘটনায় আবারো আব্দুল মজিদের বিরুদ্ধে মামলার হুমিকি দিচ্ছে হাফিজুল ইসলাম। আবারো নতুন মামলার ভয়ে আতংকিত আব্দুল মজিদ ও তার পরিবারের লোকজন।
এ নিয়েও উভয় পক্ষের মধ্যে চলছে উত্তেজনা। যে কোন সময় বড় ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশংকা করছেন স্থানীয়রা।

আব্দুল মজিদ জানান, তার বাড়ির পাশের ধুন্দল গাছ খেয়ে ফেলে প্রতিবেশী আমিরুলের স্ত্রী মেমেজানের ছাগলে। এ নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এরই জের ধরে মেমেজান বাদী হয়ে তার ভাই আব্দুর রহমান ওরফে খোকনকে বিবাদী করে মোকাম বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল মেহেরপুরে একটি মামলা করেন। যার নম্বর-১০৯/২০২২, তাং ০৫/০৭/২২ ইং। মামলায় দাবী করা হয়, মেমেজানকে ধর্ষন করার চেষ্টা করা হয়। একই দিনে মেমেজানের স্বামী আমিরুল ইসলাম আরো একটি মামলা করেন। ওই মামলার এজাহারে দাবী করা হয়, তার স্ত্রীকে মারধর করে শ্লীলতা হানীর পাশাপাশি আব্দুল মজিদ ও তার লোকজন মেমেজানকে ব্যাপক মারপিট করে হত্যার চেষ্টা চালায়।

বিজ্ঞ আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে গাংনী থানা পুলিশকে তদন্ত দিলে পুলিশ ধর্ষনের চেষ্টা ও মারপিটের কোন ঘটনা ঘটে নাই বলে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেন। এতে না রাজি দেন মেমেজান। পরে মামলাটির তদন্ত দেয়া হয় পিবিআইকে। পিবিআই এর তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই ইমরান

হোসেন ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে শ্লীলতা হানী ও মারপিটের ঘটনা মিথ্যা বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন।

এদিকে আমিরুল ইসলাম ও তার স্ত্রীর মামলায় উস্কানী ও ইন্ধন দাতা হিসেবে সন্দেহ করে প্রতিবেশী হাফিজুল ইসলাম ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি জিডি করেন আব্দুল মজিদ। এ ঘটনায় গাংনী থানা পুলিশ চার পরিবারকে থানায় হাজির হবার জন্য নোটিশ প্রদান করলে আবারো উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় হাফিজুলের স্ত্রী মেমেজান ০২ নভেম্বর বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আব্দুল মজিদসহ পাঁচজনকে আসামী করা হয়। আসামী থেকে বাদ পড়েনি বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসা মজিদের মেয়ে জোসনা খাতুন।

মামলায় বাদীকে মারপিট শ্লীলতাহানী ও তার গায়ের গহনা লুট করার অভিযোগ করা হয়। মামলাটি গাংনী থানায় তদন্তাধীন। মামলাটি সম্পুর্ণ মিথ্যা বলে দাবী করেছেন আব্দুল মজিদ ও তার লোকজন।

গ্রামবাসীরাও হাফিজুলের অত্যাচারে অতিষ্ট রয়েছে। হাফিজুলের মামলার ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাইনা। সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি,এলাকাবাসী ও ভুক্তভোগী পরিবারের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

বাদী হাফিজুল ইসলামের স্ত্রী মেমেজান জানান, ১২ বছর আগে জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে মামলা চলছিল। এরই জের ধরে ও প্রতিবেশীদের মামলার ইন্ধন দাতা হিসেবে সন্দেহ করে তার শ্লীলতা হানী মারপিট ও গহনা ছিন্তাই করা হয়েছে। পরে আমার ৬ বিঘা জমির পাটকাঠি পুড়িয়ে দেয়ার অভিযোগ করেন হাফিজুল ইসলাম।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, মামলা পাল্টা পাল্টি মামলার ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। প্রকৃত ঘটনার প্রতিবেদন আদালতে পেশ করা হবে।

গাংনীতে সাজাপ্রাপ্তসহ ৩ জন গ্রেফতার

মারামারি মামলায় আদালতের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আসমত আলী (৪৮) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সাজাপ্রাপ্ত আসমত আলী গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের বাজার পাড়া এলাকার আব্দুলের ছেলে।

শুক্রবার দিবগত ভাররাতের দিকে তার বাড়িতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে আসমত আলীকে গ্রেফতার করেন। ৩২৩/৪৪৭ ধারায় দায়েরকৃত ৯২/১৯ নং মামলায় আদালত তাকে ১ বছর তিন মাস কারাদন্ড দেন। তার পর থেকে সে পলাতক ছিল।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদ, এসআই আশিক সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।
অপরদিকে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে একটি মারামারি মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি আবুলের ছেলে আফজাল (৪৫) ও আব্দুল খালেকের ছেলে শওকত আলীকে গ্রেফতার করেছে। গাংনী থানার দায়ের করা মারামারি মামলায় আদালত তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতারকৃত আজ শনিবার (১২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে দুটি বাড়িতে চুরি। স্বর্ণালংকারসহ ১৫ লাখ টাকা চুরি

গাংনী উপজেলা পৌর শহরের দুটি বাড়িতে দুধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে।

সংঘবদ্ধ চোরের দল ঘরের জানালার গ্রীল কেটে ও টিনের ছাউনির নিচ দিয়ে ঘরে ঢুকে দুটি বাড়ি থেকে প্রায় ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা ও ১৫ ভরি ওজনের স্বর্ণালংকার নিয়ে গেছে বলে বাড়ির মালিকরা জানিয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) বেলা ১০ টা থেকে বেলা ১ পর্যন্ত যে কোনো সময় পাশাপাশি বাড়ি দুটিতে চুরির ঘটন ঘটেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও উপপরিদর্শক (এসআই) আতিকসহ পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বাড়ির মালিক গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসের স্টাফ রোজিফা খাতুন বলেন, আমি সকাল ৮ টার দিকে অফিসে চলে যায়। বাড়িতে কেউ ছিলনা। আমার ঘরে নগদ ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা ও ১৫ ভরি ওজনের স্বর্ণাংকার নিয়ে গেছে চোরের দল।তিনি বলেন আমার বাড়িটি টিনের ছাউনি। চোরের দল টিনের নিচ দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে বাকসের তালা ভেঙ্গে টাকা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে গেছে।

এছাড়া গাংনী ভ্যারাইটি স্টোরের মালিক আক্তারুজ্জামান বলেন, রান্না ঘরের জানালার গ্রীল কেটে শোয়ার ঘরে ঢুকে বাকস ভেঙ্গে নগদ দেড় লক্ষ টাকা নিয়ে গেছে।চুরির সময় ওই বাড়ি দুটিতে কেউ ছিলনা।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, চুরির ঘটনায় আমিসহ পুলিশের দল ওই বাড়ি দুটি পরিদর্শন করেছি। চুরির ঘটনায় আসামিদের সনাক্তকরণ ও খুজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

গাংনীর বামন্দীতে ২টি মিষ্টান্ন ভান্ডারকে ৭০ হাজার

টাকা জরিমানা

অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশে মিষ্টি তৈরী ও ওজনে কম দেওয়ার অভিযোগে দুই হোটেল ব্যবসায়ীকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সমন্বয়ে গঠিত ভ্রাম্যমান আদালত।

আজ বুধবার (৯ নভেম্বর) দুপুরের দিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারে এ জরিমানা আদায় করেন।

এসময় র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ও প্রসিকিউটর হিসেবে ছিলেন মেহেরপুর জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ তাজিমুল হক।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, বামন্দী বাজারের মেসার্স হানিফ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কারখানায় অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশে মিষ্টি ও মিষ্টি জাতীয় খাবার তৈরি হচ্ছে। অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা জায়গাতে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে দই মিষ্টি। ফ্রিজের মধ্যে কাচা মাছ মাংশ ও রক্তচর্বির সাথে রাখা হয়েছে রান্না করা খাবার ও ছানা। এছাড়া কর্মচারীদেরও যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি নেই। প্যাকেটজাত দই মিষ্টিতে যথাযথ মোড়কীকরণ আইন মানা হচ্ছেনা। এসব অপরাধে মেসার্স হানিফ মিষ্টান্ন ভান্ডারকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৪৩ ধারায় ৫০ হাজার জরিমানা করা হয়েছে।

এছাড়া একই বাজারের মেসার্স আমিন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার এর বিক্রয় কেন্দ্রে দই মিষ্টিতে ভোক্তাদের ওজনে ঠকানোর অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৩৭ ও ৪৬ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় বাজার কমিটির মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের অনাকাঙ্ক্ষিত মুল্য বৃদ্ধির বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করা হয়েছে।

গাংনীতে ব্যাডমিন্টন খেলতে খেলতেই মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়লো যুুবক

গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামে ব্যাডমিন্টন কোর্টে খেলতে খেলতেই মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়লো কলেজ ছাত্র গিয়ে তামিম রেজা (২০)।

তামিম করমদী গ্রামের পশ্চিম পাড়া এলাকার নাসির উদ্দীনের ছেলে ও স্থানীয় করমদি ডিগ্রী কলেজের একাদশ শ্রেনীর ছাত্র।
মঙ্গলবার (৮ নভেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে করমদী গ্রামে জহরুল ইসলাম, আশিক, উবায়দা, শাকিবসহ অন্যান্যদের অন্যান্য বন্ধুদের সাথে ব্যাডমিন্টন খেলতে গিয়ে তামিমের মৃত্যু হয়।

স্থানীয়রা জানান, তামিম ব্যাডমিন্টন খেলার সময় অসুস্থ্য হয়ে কোর্টেই হঠাৎ লুটিয়ে পড়েন। তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় সন্ধানী হাসপাতালে নিলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সন্ধানী হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার নুরে আলম জানান, স্ট্রোক জনিত কারণে তামিমের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

গাংনীতে মাদক সেবীর জেল জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে আনারুল ইসলাম(৫০) নামের এক মাদক সেবীর ১৫ দিনের কারাদন্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

দন্ডিত আনারুল ইসলাম গাংনী উপজেলার মটমুড়া স্কুল পাড়ার জয়েদ আলীর

ছেলে। আজ মঙ্গলবার সকালে অভিযান চালিয়ে তার নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়।

এসময় তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ৭০ গ্রাম গাঁজা ও গাঁজা সেবনের সরঞ্জামাদি। পরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ওই মাদক সেবীকে দন্ড প্রদান করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

আদলত সুত্রে জানায়, মাদক দব্য নিয়ন্ত্রণ আইন তাকে জেল ও জরিমানা কার হয়েছে।

এসময় মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হোসেন, উপপরিদর্শক মোহাম্মদ খসরু আল মাসুমসহ মাদক দ্রব্য অধিদপ্তরের একটি টীম উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে কিশোরী সংঘের সদস্যদের প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মস্থান সহায়তা প্রকল্প-২ এর আওতায় স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের নিয়ে দিনব্যাপি এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (৭ নভেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে গাংনী উপজেলার এম,এইচ,এ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের কিশোরী সংঘের সদস্যদের নিয়ে বিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার শাহ আলম। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার আদিলা আজহার আরশি।

বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারি প্রোগ্রাম অফিসার (আইসিটি) আব্দুর রকিব।

এসময় বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারি পল্লী উন্নয়ন অফিসার সাব্বির আহম্মেদ,এমএইচএ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মফিজুর রহমান ও মানবজমিনের জেলা প্রতিনিধি সাহাজুল সাজু প্রমুখ।

গাংনীতে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান-২০২২ এর শুভ উদ্বোধন

র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে গাংনীতে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান-২০২২ এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান এর শুভ উদ্বোধন করা হয়।

‘বছরে ইঁদুর খাচ্ছে শস্য লক্ষ লক্ষ টন, খাদ্যে ঘাটতি রুখতে দরকার ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ ’এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে ইঁদুর পানিতে চুবিয়ে নিধন অভিযানের উদ্বোধনী শেষে সমাবেশ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা মৎস্য অফিসার খোন্দকার সহিদুর রহমান, গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন অফিসার রাসেল রানা প্রমুখ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা সোহরাব আলম, গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম প্রমুখ।
এ অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা শাহীন রেজা জুয়েলসহ কয়েকজন কৃষক ।

ইঁদুর নিধন নিয়ে বক্তারা বলেন, ইঁদুর আমাদের জাতীয় শত্রু। ইঁদুর প্রতি বছর চাষীদের উৎপাদিত ফসলের অনেকখানি ফসল নষ্ট করে দেয়।পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এক সময় সাপ, পেঁচা, ঈগল পাখী, শকুন, চিল ইত্যাদি পাখী ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেসব প্রাণী

বিলুপ্ত প্রায়্। তাই আমাদের সমন্বিত ভাবে ইঁদুর নিধন করতে হবে।

ইঁদুর এর ভয়াবহতাসহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষতির পরিমাণ তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুন। বিভিন্ন ভাবে ইঁদুর নিধন করার কৌশল তুলে ধরেন তিনি। গ্যাস টোপ, নানা রকম ফাঁদ পেতে, গর্তে পানি ঢেলে ইঁদুর নিধন করার কৌশল তুলে ধরেন লাভলী খাতুন।‘জাতীয় সম্পদ রক্ষার্থে ইঁদুর নিধনে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহন’ শ্লোগানকে নিয়ে ইঁদুর নিধন অভিযান -২০২২ উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী,উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, সাংবাদিকসহ শতাধীক কৃষক অংশ নেয়।